বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭

(২০১৭ সনের ৯ নং আইন)

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দেশের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষে কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দেশের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(১) "অ্যাক্রেডিটেশন" অর্থ কোন সরকারি বা বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রমসমূহের জন্য প্রণীত কারিকুলাম এবং উক্ত কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গৃহীত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিবার পর উহা মানসম্মত ও ফ্রেমওয়ার্কের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ উচ্চ শিক্ষা প্রদানে সক্ষম বলিয়া কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতি;

(২) "অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি" অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণপূর্বক মূল্যায়ন করিবার জন্য ধারা ১৩ এর অধীনে, সময়ে সময়ে, গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি;

(৩) "উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রি প্রদানকারী কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;

(৪) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 এর section 2 এর clause (b) তে সংজ্ঞায়িত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;

(৫) "কনফিডেন্স সার্টিফিকেট" অর্থ ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী পর্যবেক্ষণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রমিত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রদত্ত সাময়িক সনদ;

(৬) "কাউন্সিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(৭) "কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স" অর্থ নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও মানদণ্ডের আলোকে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মান নিরূপণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ;

(৮) "চেয়ারম্যান" অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(৯) "তহবিল" অর্থ কাউন্সিলের তহবিল;

(১০) "প্রোগ্রাম" অর্থ কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাক্রম দ্বারা পরিচালিত কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম;

(১১) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১২) "ফ্রেমওয়ার্ক" অর্থ একাডেমিক কার্যক্রমসমূহের শর্তাবলিসহ, প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামো;

(১৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) "রেজিস্টার" অর্থ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রমসমূহ এবং অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বহি;

(১৫) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের কোন সদস্য; এবং

(১৬) "সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিত স্বতন্ত্র আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রযোজ্যতা

৩। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ৩৮ এ যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রেও এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কাউন্সিল স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কাউন্সিলের কার্যালয়

৫। কাউন্সিলের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

কাউন্সিলের গঠন, ইত্যাদি

৬। (১) চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, ধারা ৮ এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা সরকারের প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৪ (চার) জন ব্যক্তিকে কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের ৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য হইবেন নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) কমিশন কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(গ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন স্বীকৃত বিদেশি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার একজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞ;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিষয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন চিকিৎসা শিক্ষাবিদ;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষানুরাগী;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি।

(৪) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং পূর্ণকালীন সদস্যগণ কাউন্সিলে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সদস্যপদে কেবল শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

৭। (১) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য, তিনি যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, ২ (দুই) মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য কাউন্সিলে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন না।

ব্যাখ্যা। - এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "মেয়াদ" বলিতে পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন সদস্য পদে অতিবাহিত অসমাপ্ত মেয়াদকেও বুঝাইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসর্ম হইলে উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলের কোন পূর্ণকালীন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণ, যথাক্রমে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের পদমর্যাদার সমতুল্য হইবেন।

(৫) সরকার, প্রয়োজনে, যে কোন সময় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা

৮। (১) কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রশাসনিক বিশেষত উচ্চশিক্ষার প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতাসহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন অধ্যাপক, যিনি অধ্যাপক হিসাবে কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন অধ্যাপক, যিনি অধ্যাপক হিসাবে কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, অথবা সরকারের প্রশাসনিক কাজে কমপক্ষে ২৫

বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি, তিনি কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।

চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ এবং পদত্যাগ

৯। (১) চেয়ারম্যান এবং পূর্ণকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।

(২) চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণ সরকারের নিকট এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণ চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) মেয়াদ অবসান, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট শূন্য পদ সরকার নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবে।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

১০। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান, স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(খ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম অ্যাক্রেডিটকরণ;

(গ) কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঙ) যৌক্তিক কারণে কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার অধীন কোন ডিগ্রি প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট শুনানীঅন্তে বাতিলকরণ;

(চ) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্য বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন; এবং